গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

ডিসেম্বর ২০১৯ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ০৯ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল: ৯.৩০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা
১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।</td><td>১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।</td><td>যুগ্মসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">নভেম্বর'১৯ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">ডিসেম্বর'১৯ মাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th colspan="3">নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মন্তব্য</th></tr>
<tr><th>দন্ড</th><th>অব্যাহতি</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>০২</td><td>০০</td><td>০২</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০২</td><td></td></tr>
<tr><td>সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর</td><td>০২</td><td>০০</td><td>০২</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০১</td><td>০১</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>১৯</td><td>০২</td><td>২১</td><td>০২</td><td>০০</td><td>০২</td><td>১৯</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>১৯</td><td>০৫</td><td>২৪</td><td>০৩</td><td>০০</td><td>০৩</td><td>২১</td><td></td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪২</td><td>০৭</td><td>৪৯</td><td>০৫</td><td>০১</td><td>০৬</td><td>৪৩</td><td></td></tr>
</table>
ডিটিসিএ-তে চলমান কোনো বিভাগীয় মামলা নেই।</td><td>(ক) এ বিভাগের চলমান বিভাগীয় ০২টি মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।
(খ) বিআরটিএ'র চলমান ১৯টি বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
(গ) বিআরটিসিতে অনিষ্পন্ন ২১টি মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সহকারী সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td colspan="3">আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার ডিসেম্বর ২০১৯ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th colspan="2">মামলার ফলাফল</th><th rowspan="2">মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা</th></tr>
<tr><th>সংস্থার পক্ষে</th><th>বিপক্ষে</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td colspan="7">ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে আদালত হতে প্রাপ্ত ২৭টি মামলার রায়/আদেশ/নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ বিভাগ থেকে প্রক্রিয়া করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। ২৭টি মামলার মধ্যে সওজ-এ ২১টি, বিআরটিএ-তে ০৪টি, বিআরটিসি-তে ০২টি মামলা প্রেরণ করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>সওজ</td><td>৩২৪২</td><td>০০</td><td>৩২৪২</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>৩২৪২</td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>২৬৮</td><td>০০</td><td>২৬৮</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>২৬৮</td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>৯১</td><td>০২</td><td>৯৩</td><td>০১</td><td>০১</td><td>০০</td><td>৯২</td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৩৬০২</td><td>০২</td><td>৩৬০৪</td><td>০১</td><td>০১</td><td>০০</td><td>৩৬০৩</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বা...বায়নকারী
	যুগ্মসচিব (আইন) জানান- (ক) আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে এবং মামলা প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন ও সঠিক সময়ে সঠিক জবাব দাখিল করা হয়ে থাকে। এ বিভাগসহ দপ্তর/সংস্থার নতুন আইনজীবী নিয়োগের বিষয়ে সভাপতি জানতে চাইলে যুগ্মসচিব (আইন) জানান, এ বিভাগের নতুন আইনজীবী নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে। আবেদন জমাদানের শেষ তারিখ ১৫/০১/২০২০। আইনজীবী নিয়োগের বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ ও চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান তাদের আইনজীবী নিয়োগ দেয়া আছে। নতুন করে আইনজীবী নিয়োগের প্রয়োজন নেই। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান বিআরটিএতে আইনজীবীর সংকট রয়েছে। নতুন আইনজীবী নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। চলমান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দ্রুত সময়ের মধ্যে বিআরটিএ'র আইনজীবী নিয়োগের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (খ) যুগ্মসচিব (আইন) জানান যে, নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ৫৯টি কনটেম্পট মামলা ছিল। ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে নতুন ০৭টি মামলা দায়ের হয়েছে এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৬৬টি। এ অধিশাখা হতে মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। (গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে নভেম্বর ২০১৯ মাসে ১ম শ্রেণির মামলার সংখ্যা ছিল ১৬টি। নভেম্বর ২০১৯ মাসে কোনো মামলা রুজু এবং নিষ্পত্তি হয়নি। বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১৬টি তন্মধ্যে সওজ-এর ১১টি এবং বিআরটিএ এর-০৫টি। নভেম্বর ২০১৯ মাসে ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণির মামলার সংখ্যা ছিল ১১টি। ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে কোনো মামলা রুজু/নিষ্পত্তি হয়নি। বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১১টি। তন্মধ্যে সওজ এর ০৫টি এবং বিআরটিএ-এর ০৬টি।	(ক) (১) অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) বিআরটিএ'র নতুন আইনজীবী নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (ক) (৩) মামলা প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন ও নিয়মিত মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) কনটেম্পট মামলাগুলো গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে দেখতে হবে এবং নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন) দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল) সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
	ক. সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সওজ অধিদপ্তরে মোট ৩২৪২টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে কোনো মামলা রুজু এবং নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৩২৪২টি। সওজ অধিদপ্তরের আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন মামলাগুলো কোন্ পর্যায়ে আছে তা নির্ধারণপূর্বক সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ/প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্বক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা অব্যাহত আছে এবং নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।	(১) মামলাসমূহ যাচাই-বাছাই করে নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) প্রতিমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার নম্বরসহ বিস্তারিত বিবরণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং প্রয়োজনে সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আইন)/যুগ্ম সচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	খ. বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বিআরটিএ'র মোট ২৬৮টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে কোনো মামলা রুজু এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ২৬৮টি। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে মনিটরিং করা হচ্ছে।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	গ. বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান- বিআরটিসি'র চলমান মামলাগুলোর ওপর নিয়োজিত আইনজীবিদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত আছে। নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বিআরটিসি'র মোট ৯১টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে ০২টি মামলা রুজু হওয়ায় এবং ০১টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৯২টি। বিআরটিসি'র ৫টি কনটেম্পট মামলা রয়েছে। উক্ত মামলাগুলোর কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং-এ রেখে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।	(১) নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে হবে। (২) কনটেম্পট মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	ঘ. ডিটিসিএ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ১২ জন জনবল নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত কনটেম্পট মামলা রয়েছে। হাই কোর্টে রায়/আদেশ প্রতিপালনের লক্ষ্যে গাড়ীচালক এর ১টি এবং অফিস সহায়ক এর ৭টি পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনের মঞ্জুরী আদেশ জারি করার অনুরোধ জানিয়ে সর্বশেষ ২১/১১/২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ) জানান, মামলার বিষয়টি ভাল করে খতিয়ে দেখে মতামত দেয়ার জন্য এ বিভাগের আইন অনুবিভাগে পত্র দেয়া দেয়া হয়েছে। আইন অনুবিভাগের মতামত পাওয়া গেলেই জি.ও জারি করা হবে।	(১) কনটেম্পট মামলাটি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) আইন অনুবিভাগের মতামতের আলোকে জি.ও জারি করতে হবে।	নিবাহী পরিচালক, ডিটিসিএ যুগ্মসচিব (আইন)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৭	০৫	০১	০১	-	০৭	-	০৭
সওজ অধিদপ্তর	৭,৪০০	১,১৩৮	৫,৬৫২	৬১০	০৪ (অ:)	৭,৪০৪	০৪ (সাঃ) ০৩ (অঃ)	৭,৩৯৭
বিআরটিসি	৩,১৩৫	২,০৯৬	৯৪৮	৯১	-	৩,১৩৫	১৭ (সাঃ)	৩,১১৮
বিআরটিএ	২৭৭	৪৩	২৩৪	-	-	২৭৭	-	২৭৭
ডিটিসিএ	১৯	০৬	১২	০১		১৯	-	১৯
ডিএমটিসিএল	১৪	০৪	১০	-	-	১৪	০১ (অ:)	১৩
মোট	১০,৮৫২	৩,২৯২	৬,৮৫৭	৭০৩	০৪	১০,৮৫৬	২৫	১০,৮৩১

উপসচিব (অডিট) জানান যে, অক্টোবর ২০১৯ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১০,৮৫২। নভেম্বর ২০১৯ মাসে ২৫টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় এব ০৪টি অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১০,৮৩১টি।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
(ক) উপসচিব (অডিট অধিশাখা) জানান, এ বিভাগের ৭টি আপত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং বিআরটিএ হতে প্রমাণকসহ ৩টি আপত্তির জবাব চাওয়া হয়েছে। সভাপতি জানতে চান এ বিষয়ে ইতোপূর্বে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে ব্রডশীট জবাব দাখিল করা হয়েছিল কিনা এবং কী ধরণের জবাব দেয়া হয়েছে তা পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন। অডিট আপত্তিগুলো ভালভাবে পর্যালোচনা করে দেখার জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-কে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ৭টি অডিট আপত্তি ভালভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)
(খ) বিবেচ্যমাসে সওজ অধিদপ্তরে ০২টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আলোচিত ১৪টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ১১টি অনুচ্ছেদের সুপারিশ করা হয়েছে। বিআরটিসিতে ০১টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আলোচিত ১২টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ০৭টি অনুচ্ছেদের সুপারিশ করা হয়েছে।	(খ) দ্বিপক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা নিয়মিতভাবে আহবান করতে হবে।	দপ্তর/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
(গ) অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) জানান, সওজ অধিদপ্তরের ৫৫টি অফিসের ব্রডশীট জবাবের মধ্যে ৫টির পূর্ণাঙ্গ জবাবসহ অবশিষ্ট ১৪টির ব্রডশীট জবাব পর্যালোচনাপূর্বক মতামতসহ পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।	(গ) ব্রডশীট জবাবের আলোকে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	
(ঘ) উপসচিব (অডিট অধিশাখা) জানান, যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ'র নিকট সুস্পষ্ট জবাবসহ পুন:প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে।	(ঘ) যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব রিভিউ করে পুন:প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
(ঙ) উপসচিব (অডিট) জানান, ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানকালে ভ্যাট/আইটি কর্তন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে প্রেরিত পত্রের বিষয়ে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(ঙ) ভ্যাট/আইটি কর্তন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে প্রেরিত পত্রের বিষয়ে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
(চ) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, DUTP প্রকল্পের ৯টি আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ১৬/০৯/২০১৯ তারিখে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবরে ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) জানান ডিটিসিএ হতে নির্ধারিত ফরমেটে কার্যপত্র প্রেরণ না করায় পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা যাচ্ছে না।	(চ) ডিটিসিএ DUTP প্রকল্পের ৯টি আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের লক্ষ্যে নির্ধারিত ফরমেটে কার্যপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
(ছ) ডিএমটিসিএল-এর প্রতিনিধি জানান, ডিএমটিসিএল-এ বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৩টি। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত আছে।	(ছ) নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	

৫. **পেনশন কেইস:**

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিস্পত্তি	অবশিষ্ট অনিস্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৩	-	০৩	০১	০২	দীর্ঘ পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	২৪	৬	৩০	৮	২২	মন্ত্রণালয়ে ১০টি, সওজে ১২টি অনিষ্পন্ন
বিআরটিসি	১৭৫	১২	১৮৭	-	১৮৭	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ	-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	
মোট	২০২	১৮	২২০	৯	২১১	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ক. সওজ: (১) উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, ৩টি পেনশন কেইসের মধ্যে মরহুম মাহবুবুল আলম, প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী এর পেনশন কেইসটি ভুলবশত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। অদ্যাবধি পেনশন মঞ্জুরের প্রস্তাব না পাওয়ায় তালিকা হতে বাদ দেয়া হয়েছে। জনাব মোঃ খালেকুজ্জামান, প্রাক্তন তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃ দাঃ) এর পেনশন কেইস সাথে চাকুরীর বিবরণীর মূলকপি না থাকায় মূলকপি প্রেরণের জন্য সওজ অধিদপ্তরকে পত্র দেয়া হয়েছে। এছাড়া জনাব মো: জাফর উল্লাহ, প্রাক্তন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এর ৮০% পেনশন পরিশোধের স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর হতে পাওয়া গিয়েছে। নথি উপস্থাপন পর্যায়ে রয়েছে। চলমান মাসেই এটি নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে। (২) সওজ অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণি ব্যতীত অন্যান্য কর্মচারীদের পেনশন পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) দীর্ঘ পেন্ডিং ২টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে (২) ১ম শ্রেণি ব্যতীত অন্যান্য কর্মচারীদের পেনশন পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ
	খ. বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এহছানে এলাহী ০৩/০৯/২০১৯ তারিখে কর্পোরেশনে যোগদানের পর হতে অদ্যাবধি পর্যন্ত ২,৯৩,৮৭,৭৬৯/- (দুই কোটি তিরানব্বই লক্ষ সাতাশি হাজার সাতশত উনসত্তর) টাকা বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হয়েছে, তন্মধ্যে ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে ১,১৮,৩৫,৬৮৬/- (এক কোটি আঠার লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ছয়শত ছিয়াশি) টাকা বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হয়েছে। অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধ করার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতিমাসে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. মহাসড়ক আইন, ২০১৯:** সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সড়ক মহাসড়ক আইন, ২০১৯ এর খসড়ার ওপর "আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটি" এর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গিয়েছে এবং নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী মহাসড়ক আইন, ২০১৯ এর খসড়ার ওপর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	খ. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত: সহকারী সচিব (বিআরটিএ) জানান, "সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮" এর আওতায় প্রণীতব্য খসড়া সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০১৯ ৩০/১২/২০১৯ তারিখে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর দাখিল করা হয়েছে। এ বিষয়ে ১৯/০১/২০২০ তারিখে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারিত রয়েছে।	আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং "সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮" এর আওতায় প্রণীতব্য খসড়া বিধিমালা চূড়ান্ত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ যুগ্মসচিব (আইন/উপসচিব বিআরটিএ)
	গ. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন: অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) জানান, এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর নেতৃত্বে গঠিত বিধিমালা পর্যালোচনা কমিটির দু'জন সদস্য বদলী হয়ে যাওয়ায় কমিটি পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভাকে অবহিত করেন, বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্টদের অন্তর্ভুক্তপূর্বক কমিটি পুনর্গঠন করে আগামী সমন্বয় সভার পূর্বেই প্রাথমিক পর্যায়ের খসড়া প্রস্তুত করা হবে।	কমিটি পুনর্গঠন করে খসড়া বিধিমালা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (স.র.ত.ব)
	ঘ. ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালা প্রণয়ন: সহকারী সচিব, ডিটিসিএ জানান, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে যৌক্তিকতাসহ একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া প্রবিধানমালা ভেটিং এর জন্য ১২/১২/২০১৯ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৯ ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) যুগ্মসচিব, ডিটিসিএ
	ঙ. সওজ অধিদপ্তরের বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০১৯: যুগ্মসচিব (সওজ নন-গেজেটেড) জানান, সওজ অধিদপ্তরের বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০১৯ খসড়া চূড়ান্ত করণের লক্ষ্যে ২৪/১২/২০১৯ তারিখে ২য় বার আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় খসড়া পুনরায় সংশোধন/পরিমার্জনের জন্য সওজ অধিদপ্তরকে বলা হয়েছে।	বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০১৯ (খসড়া) সংশোধন/পরিমার্জন করে দ্রুত মন্ত্রণালয় প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ অতিরিক্ত সচিব /যুগ্মসচিব (টোল ও এক্সেল)
৭.	**বৃক্ষরোপন :** প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান- (ক) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত আছে। এছাড়া, রোপিত গাছের পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	(ক) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ মনিটরিং টীম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(খ) আমিন বাজার হতে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত মহাসড়কের মিডিয়ানের গ্যাপে সৌন্দর্য্যবর্ধক গাছ লাগানোর কাজ শেষ হয়েছে এবং পরিচর্যা অব্যাহত আছে। (গ) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যা করার জন্য গাজীপুর ও ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগকে বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে আংশিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	(খ) আমিন বাজার হতে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত মহাসড়কের মিডিয়ানের গ্যাপে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন/প্রধান বৃক্ষপালনবিদ
৮.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করার জন্য সকল সড়ক বিভাগসমূহকে অনুরোধ করা হয়। ঢাকা জোন এর অধীন নরসিংদী সড়ক বিভোগে ১৮টি সড়ক সওজ এর নামে রেকর্ডভুক্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে এবং গাজীপুর সড়ক বিভাগে ২৩টি সড়ক সওজ এর নামে রেকর্ডভুক্ত করার জন্য জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, তেজগাঁও, বরাবর পত্র প্রেরণ করেছেন। রাজশাহী জোন এর অধীন বগুড়া সড়ক বিভাগে ১৭টি সড়ক সওজ এর নামে রেকর্ডভুক্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে এবং খুলনা জোন এর অধীন যশোর সড়ক বিভাগে ৫টি সড়ক সওজ এর নামে রেকর্ডভুক্তকরণের জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করেছেন। (২) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নামে অধিগ্রহণকৃত যে সকল ভূমির নামজারি বা হালনাগাদ রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, সে সকল ভূমি/সম্পত্তি সওজ অধিদপ্তরের নামে জরুরিভিত্তিতে নামজারি বা রেকর্ডভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ বিভাগ হতে ২২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরকে পত্র দেয়া হয়। রেকর্ড বা নামজারির বিষয়ে কোন্ জোনের কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, যে সকল জমি বা সড়ক স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে সওজ অধিদপ্তরকে হস্তান্তর করা হয়েছে অথচ মিউটেশন করা হয়নি সে সমস্ত জায়গার গেজেট সংগ্রহ করে মিউটেশন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ এবং নিজ নিজ অধিক্ষেত্র এলাকার সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের ভূমির রেকর্ড/নামজারি করার বিষয়টি তত্ত্বাবধান করার জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) (ক) সওজ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমির রেকর্ড বা নামজারির বিষয়ে কোন্ জোনে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। (২) (খ) স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে সওজ অধিদপ্তরকে হস্তান্তরকৃত জায়গার গেজেট সংগ্রহ করে মিউটেশন করার প্রয়োজনী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (২) (গ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ তাঁদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্র এলাকার সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের ভূমির রেকর্ড/নামজারি হালনাগাদ করার বিষয়টি তত্ত্বাবধান করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, (ক) গত ২৩.১২.২০১৯ তারিখ সিলেট সড়ক বিভাগাধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সিলেট-গোপালগঞ্জ-চারখাই-জকিগঞ্জ মহাসড়কের ৪২তম কিলোমিটার (শাহগলী বাজার), সিলেট-গোপালগঞ্জ-চারখাই-জকিগঞ্জ মহাসড়কের ৩৩তম কিলোমিটার (চারখাই পয়েন্ট) সহ বিভিন্ন অংশে সড়কের পার্শ্বে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ০১টি কংক্রিটের ছাদ ওয়ালা পাকা বিল্ডিং, ৪৮৫টি সেমি পাকা দোকান, ৫৭৬টি কাঁচা দোকানসহ মোট ১০৬২টি অবৈধ স্থাপনা ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ৮ একর ভূমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১০(দশ) কোটি টাকা। (খ) গত ২৪.১২.২০১৯ তারিখ সিলেট সড়ক বিভাগাধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটারে লামাকাজী বাজার ও মাহতাবপুরবাজারসহ বিভিন্ন অংশে মহাসড়কের পার্শ্বে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ২২১টি সেমি পাকা দোকান, ৩৪৭টি কাঁচা টং দোকানসহ সর্বমোট ৫৬৮টি অবৈধ স্থাপনা ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ৪ একর ভূমি অবৈধ দখল হতে মুক্ত করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ০৬ (ছয়) কোটি টাকা।	উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঢাকা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, (ক) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা; ঢাকা জোন কর্তৃক ০৪/১২/২০২০ ও ০৫/১২/২০২০ তারিখে মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন মহাসড়কের পার্শ্ব হতে ১৫৬৮ টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয় এবং ১২.৪ একর জমি উদ্ধার করা হয়। যার বাজার মূল্য ৬১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার কম/বেশী। এছাড়া, ০৭/১২/২০১৯, ০৮/১২/২০১৯, ০৯/১২/২০১৯, ১০/১২/২০১৯, ২৬/১০/২০১৯, ২৭/১২/২০১৯, ২৮/১২/২০১৯ এবং ৩১/১২/২০১৯ তারিখে ঢাকা সড়ক বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ, মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগ, রাজশাহী সড়ক বিভাগ, গাজীপুর সড়ক বিভাগাধীন মহাসড়কের পার্শ্ব হতে ৬৮৮০টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয় এবং ২২৫.২১ একর জায়গা উদ্ধার করা হয়। যার বাজার মূল্য ১০৫৭ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকার কম/বেশী।	সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ / এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন
	খুলনা জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা জোনকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ২৬/১২/২০২০ তারিখে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনাসহ সওজের সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম দেখভাল করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনাসহ সওজের সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম দেখভাল করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ উপসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা
	চট্টগ্রাম জোন: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, নির্দেশনা মোতাবেক উচ্ছেদ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে।	অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
	বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান, (ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতিমাসের ০৩ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে। ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে ৭৫০টি মামলার মাধ্যমে ১১,৩৩,৫০০/- (এগার লক্ষ তেত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। (খ) যথাযথ নিয়ম মেনে সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রমে পরিদর্শন কর্মকর্তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান এবং মনিটরের বিষয়টি অব্যাহত রাখার জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) যথাযথ নিয়ম মেনে সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রমে পরিদর্শন কর্মকর্তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান এবং মনিটর অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) যুগ্মসচিব (বিআরটিএ)
	(গ) সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, ২২টি মহাসড়কে ইতোপূর্বে নিষিদ্ধ ঘোষিত থ্রি-হুইলার, নসিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক চলাচল বন্ধে সকল জেলা প্রশাসক এবং হাইওয়ে পুলিশের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। (ঘ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান, গাড়ীর ফিটনেস, লাইসেন্স ও অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে।	(গ) ২২টি মহাসড়কে নিষিদ্ধ ঘোষিত থ্রি-হুইলার চলাচল বন্ধের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সকল জেলা প্রশাসক ও হাইওয়ে পুলিশের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। (ঘ) ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৯.	**অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ:** ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ঢাকা ও রাজশাহী সড়ক জোনে ২৮৯টি অবৈধ বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণ করা হয়েছে।	সম্পত্তি ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
১০.	**সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান- (ক) মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত কনডেমনেশন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অকেজো ঘোষণাকৃত গাড়ীসমূহ সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, ঢাকা কর্তৃক নিলামে বিক্রয়ের নিমিত্ত দরপত্র আহবান করা হয়েছে। উক্ত দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং মালামাল হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	(ক) অকেজো ঘোষণাকৃত গাড়ী নিলামে বিক্রির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকা
	(খ) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), জানান, সওজ অধিদপ্তরের ৬৫টি সড়ক বিভাগের মধ্যে ২০টি সড়ক বিভাগে শেড বিদ্যমান আছে। ৪৪টি সড়ক বিভাগের শেড নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে ৯টি সড়ক বিভাগের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং ৫টি সড়ক বিভাগের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩০টি সড়ক বিভাগের প্রাক্কলন প্রস্তুত পর্যায়ে রয়েছে। গাজীপুর সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের লক্ষ্যে দ্রুত জায়গা নির্বাচন করার জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে।	(খ) (১) শেড নির্মাণের লক্ষ্যে অবশিষ্ট ৩০টি সড়ক বিভাগের প্রাক্কলন প্রস্তুত করতে হবে (খ) (২) গাজীপুর সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের জন্য দ্রুত জায়গা নির্বাচন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশ অতিরিক্ত প্র প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/যুগ্মপ্র
১১.	**পদসৃজন সংক্রান্ত :** **ক. ডিটিসিএ'র গাড়ী চালক ও অফিস সহায়ক পদ নিয়মিতকরণ:** নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, মহামান্য হাইকোর্টের রায়/আদেশ প্রতিপালনের লক্ষ্যে গাড়ীচালকের ১টি এবং অফিস সহায়ক এর ৭টি পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনের মঞ্জুরী আদেশ জারি করার অনুরোধ জানিয়ে সর্বশেষ ২১/১১/২০১৯ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ) জানান, মামলার বিষয়টি খতিয়ে দেখে মতামত দেয়ার জন্য বিভাগের আইন অনুবিভাগে পত্র দেয়া দেয়া হয়েছে। আইন অনুবিভাগের মতামত পাওয়া গেলেই জি.ও জারি করা হবে।	আইন অনুবিভাগের মতামতের আলোকে জি.ও জারি করতে হবে।	নির্বাহী পরিচাল ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচি (আরবান ট্রান্সপোর্ট) উপসচিব (ডিটিসিএ)
১২.	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** (ক) **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA):** (১) উপসচিব (কানেক্টিভিটি) জানান- (i) মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি'র অর্ধবার্ষিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ সভায় উপস্থাপন করা হয়। (ii) এ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতের লক্ষ্যে আগামী ১২.০১.২০১৯ তারিখে এপিএ টিম প্রধান ও অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) এর সভাপতিত্বে সভা আহবান করা হয়েছে। (iii) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণের অনুরোধপূর্বক এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা'র প্রধান বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (iv) কৌশলগত উদ্দেশ্য ৫ আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ রুটে সড়ক পরিবহন সেবা সম্প্রসারণ এর আওতায় একটি কার্যক্রম [৫.১] আন্তর্জাতিক রুট সমীক্ষা/ট্রায়াল রান। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় একটি কর্মসম্পাদনসূচক [৫.১.১] আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ রুটে সড়ক পরিবহন সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১টি রুট সমীক্ষা/ট্রায়াল রান ১২-১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে। (২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ-কে এপিএ এর আওতাভুক্তকরণসহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম জোরদার করার অংশ হিসেবে বিআরটিসি কর্তৃপক্ষ ডিপো ম্যানেজার ও সমমানের কর্মকর্তাদের জন্য আগামী ২০/০১/২০২০ তারিখে এপিএ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে।	(১) ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) বিআরটিসি ছাড়াও অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এপিএ সম্পর্কে প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধা অতিরিক্ত সচিব/অতিরিত সচিব (বাজেট)/উপসচি (নন-গেজেটড সংস্থাপন)
	(খ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৮-২০১৯: (১) গত ২৩/১২/২০১৯ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভগে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান করা হয়। সভায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের NIS কর্ম-পকিল্পনাভুক্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের দিক নির্দেশনা সকলকে অবহিত করা হয়েছে। (২) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের NIS কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ এর ২য় প্রান্তিকের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শেষ হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের NIS কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ এর ২য় প্রান্তিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক। এ বিভাগের NIS কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ এর ২য় প্রান্তিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রেরণ এবং এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। (৩) NIS কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ এর ৩য় প্রান্তিকের (জানুয়ারি-মার্চ ২০২০) বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান।	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।	সংস্থা/দপ্তর প্রধান, সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, শুদ্ধাচার ডেক্স কর্মকর্তা
	(গ) Grivance Redress System - GRS : (১) ফোকাল পয়েন্ট GRS জানান, ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে এ বিভাগে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ১৩টি অভিযোগ/মতামত পাওয়া গিয়েছে। ১৩টি অভিযোগ/মতামতের মধ্যে ০৫টি সওজ অধিদপ্তর, ০৪টি বিআরটিসি এবং ০৪টি বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট। উল্লিখিত অভিযোগগুলোর মধ্যে ০৫টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৮টি অভিযোগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (সওজ ০১টি, বিআরটিএ ০৩টি ও বিআরটিসি-০৪টি) সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থাসমূহ হতে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য	(১) (ক) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	নির্ধারিত ছকে ৫ তারিখে মধ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে।	(১) (খ) দপ্তর/সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	(ঘ) Public Sevrice Innovation: মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে ব্র্যাক সিডিএমএ গত ৩ ও ৪ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে উদ্ভাবনী বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় উপস্থাপিত উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ কার্যকরকরণের জন্য আগামী ১৫/০১/২০২০ তারিখে ফলোআপ সভার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে! কর্মশালায় উপস্থাপিত আইডিয়াসমূহ কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	কর্মশালায় উপস্থাপিত আইডিয়াসমূহ কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ফলোআপ সভায় আইডিয়াসমূহের অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(চ) ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, ডিসেম্বর'১৯ মাসে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ৬৬৪টি নথি ও ৪৩৯টি পত্রজারি, সওজ অধিদপ্তর ৪০৩টি নথি ও ৪৫৩টি পত্রজারি, বিআরটিএ ৬৮টি নথি ও ৮৬টি পত্রজারি, বিআরটিসি ১৯৭টি নথি ও ০২টি পত্রজারি, ডিটিসিএ ২২টি নথি ও ১৮টি পত্রজারি, এবং ডিএমটিসিএল ৭৭টি নথি ও ১০৮টি পত্র জারির মাধ্যমে ই-ফাইল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থার ই-নথির কার্যক্রম আরো বৃদ্ধির জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করেন।	মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার ই-নথির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	(ছ) সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy): সিনিয়র সহকারী প্রধান (বৈদেশিক সহায়তা শাখা) জানান, এ বিভাগের সংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় পানগাঁও কন্টেইনার টার্মিনাল হতে মহাসড়ক পর্যন্ত ৬ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক ৪-লেনে নির্মাণের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সড়কের ভূমির মালিকানা ও ডিপোজেটরি ওয়ার্কের আওতায় সড়ক নির্মাণ ও নির্মাণ পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি কীভাবে করা হবে এ বিষয়ে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ও সওজ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে যুগ্মপ্রধান এর সভাপতিত্বে গত ১৭/১২/২০১৯ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় এ বিভাগের জনাব মো: মাহবুবের রহমান, উপপ্রধানকে আহবায়ক করে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বিআইডাব্লিউটিএ, সওজ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ও নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীকে অন্তর্ভুক্তপূর্বক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি বর্ণিত সড়কটি নির্মাণের করণীয় নির্ধারণ করবেন।	পানগাঁও কন্টেইনার টার্মিনাল হতে মহাসড়ক পর্যন্ত ৬ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক ৪-লেনে নির্মাণের বিষয়ে গঠিত কমিটি গৃহীত কার্যক্রম আগামী সভায় অবহিত করবেন।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) যুগ্মপ্রধান/ উপপ্রধান (পরি: ও কার্য:)/সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা শাখা)
১.	**বিবিধ:** **ক. Rapid Pass:** (১) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ১৫/৯/২০১৯ তারিখ হতে বিআরটিসি'র আজিমপুর-মোহাম্মদপুর সার্কুলার AC বাসে Rapid Pass এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ১৫-১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে সার্কুলার রুটের ৫টি ষ্টপেজে প্রচারণা কার্যক্রম করা হয়েছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ধানমন্ডি-আজিমপুর চক্রাকার রুটে ১৫টি বাসে সংযোজিত Rapid Pass ডিভাইস সচল করা হয়েছে। DBBL এর ঢাকাস্থ সকল বাস এর মাধ্যমে Rapid Pass কার্ড এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	(১) Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ প্রকল্প পরিচালক, র‍্যাপিড পাস/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	(২) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, আরটিসি কর্তৃক অনুমোদিত নতুন এসি বাস সার্ভিসে ভাড়া আদায় কার্যক্রমে র‍্যাপিড পাস ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদানের জন্য ১৭/১০/২০১৯ তারিখে চেয়ারম্যান, BRTA-কে পত্র দেয়া হয়েছে।	(২) ঢাকা মহনগরীতে মালিকাধীন সকল এসি বাসে ভাড়া আদায় কার্যক্রমে Rapid Pass সিস্টেম চালু করার লক্ষ্যে বিআরটিএ ও ডিটিসিএ'র মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	
	(৩) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ঢাকা সিটিতে চলমান বিআরটিসি'র এসি বাসে র‍্যাপিড পাস সিস্টেম চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	(৩) ঢাকা সিটিতে চলমান বিআরটিসি'র এসি বাসে র‍্যাপিড পাস সিস্টেম চালু করার উদ্যোগ নিতে হবে।	
	(৪) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ঢাকার বিভিন্ন রুটে চলমান চক্রাকার বাসে Wifi স্থাপন/ব্যবহার নিশ্চিত এর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে জোয়ারসাহারা বাস ডিপোতে ১২টি বাসের মধ্যে ০২টি বাসে Wifi স্থাপনা করা হয়েছে।	(৪) ঢাকার বিভিন্ন রুটে চলমান চক্রাকার বাসে WiFi স্থাপন/ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকা
	খ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র চালক, কন্ডাক্টরদের বাসের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদের চাকুরিচ্যুতকরণসহ তাদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদী গাড়ি নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে।	বিআরটিসি'র বিভিন্ন ধরণের বকেয়া জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে গাড়ী নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত স (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি
	গ. ডিও পত্রের অগ্রগতি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কিত মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যবৃন্দসহ অন্যান্যদের নিকট হতে মার্চ'১৮ হতে ডিসেম্বর'১৯ সময়ের ০৬/০১/২০২০ তারিখে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ডি.ও পত্রের আলোকে মাঠ পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রমের ওপর মনিটর করা হচ্ছে। ডি.ও পত্রের ওপর কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং প্রতিমাসে নির্ধারিত ছকে মোতাবেক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) ডি.ও পত্রের ওপর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) কোন্ ডি.ও পত্রের ওপর কী ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং কী পর্যায়ে রয়েছে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট করে ছকে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরি সচিব (উন্নয়ন
	ঘ. ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে ১১/০৪/২০১৯ এবং ১৭/০৯/২০১৯ তারিখে রাজউক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ডিটিসিএ'র ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে রাজউক এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। এ বিষয়ে ০১/১২/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিটিসিএ পরিচালনা পরিষদের সভায় বিষয়টি আলোচনা হয়েছে। সভায় রাজউকের চেয়ারম্যান বিষয়টি সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।	ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে রাজউকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচাল ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচি (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ উপসচিব ডিটিসি
	ঙ. সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক/মহাসড়কের পরিচিতি, ইতিহাস, নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত, সর্বশেষ কার্য সম্পাদনের সময় ইত্যাদি তথ্য সংবলিত রোড ইনডেক্স প্রস্তুত করা হয়েছে যা সওজ ওয়েব সাইটে সন্নিবেশিত আছে। প্রতিনিয়ত আপডেট করা হচ্ছে।	রোড ইনডেক্সটি প্রতিনিয়ত আপডেট অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশল অতিরিক্ত সচি (উন্নয়ন)/সিনিয় সিস্টেম এনালি
	চ. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পুরণ সংক্রান্ত: (১) শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** এ বিভাগের ২৩৯টি পদের মধ্যে ৭৩টি শূন্যপদ রয়েছে। তন্মধ্যে ১ম শ্রেণির ২৬টি, ২য় শ্রেণির ২১টি, ৩য় শ্রেণির ১৬টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১০টি শূন্যপদ রয়েছে। ২য় শ্রেণির ২১টি পদের মধ্যে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২টি ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ৪টি মোট ৬টি শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য বিপিএসসিতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়ার পর অবশিষ্ট ১৩টি পদ পূরণ করা হবে। সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদের ১টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে। ৩য় শ্রেণির ১৬টি পদ পদ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। **ডিটিসিএ:** ডিটিসএ'র ২১২টি পদের মধ্যে ১৪২টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে- ৪র্থ গ্রেডভুক্ত ৪টি, ৫ম গ্রেডভুক্ত ৪টি ও ৭ম গ্রেডভুক্ত ১টি পদ জরুরীভিত্তিতে প্রেষণে নিয়োগ/পদায়নের জন্য ৩০/০৮/২০১৮ তারিখ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বদলি জনিতকারণে ট্রেনিং এ্যাডভাইজার পদটি ১৬/১০/২০১৯ তারিখ হতে শূন্য রয়েছে। ট্রেনিং এ্যাডভাইজার পদটি প্রেষণে পূরণ করার জন্য ২২/১০/২০১৯ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। ৭ম গ্রেড হতে ১৭তম গ্রেডভুক্ত ৩১টি বিভিন্ন পদে মোট ৪২ (বিয়াল্লিশ) জন নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ২২টি পদের লিখিত পরীক্ষা উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ১০ম থেকে ১৭তম গ্রেডের কর্মচারিদের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে। আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা ২০১৮ অনুসারে সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অফিস সহায়ক পদের উল্লেখ না থাকায় অফিস সহায়ক পদগুলো নিয়মিত হিসেবে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের বেতনস্কেল ভেটিংসহ আনুসাঙ্গিক কার্যাদি গ্রহণ করার জন্য মতামত দিয়েছে। ডিটিসিএ'র সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত ১৪২টি পদের মধ্যে আউটসোর্সিং হিসেবে সৃজিত ২০টি অফিস সহায়ক পদের মধ্যে ইতোমধ্যে বেতনস্কেল নির্ধারণে সম্মতি প্রাপ্ত মামলায় অন্তর্ভুক্ত ৭জন অফিস সহায়ক ব্যতিত অবশিষ্ট ১৩জন অফিস সহায়কের পদ রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনে জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫ অনুসারে ২০তম গ্রেডে বেতন স্কেল নির্ধারণে অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে ২২/১০/২০১৯ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ১১টি গাড়ীচালক, ১টি ডেসপাস রাইডার এবং ১টি চেইনম্যান নিয়োগের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগে সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। নিয়োগের উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি আহবান করা হয়েছে। প্রাপ্ত দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। ঢাকা পরিবহন ও সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্মচারি চাকুরী প্রবিধানমালা ২০১৯ অনুমোদনের পর অবশিষ্ট সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদসমূহে জনবল নিয়োগ/পদায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। **বিআরটিসি: বিআরটিসি'র** ৫৮৯৩টি পদের মধ্যে ২৪৪০টি শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে- ১৬তম গ্রেডের ৯০ জন অপারেটর (চালক) গ্রেড-সি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাপ্ত ছাড়পত্রের প্রেক্ষিতে নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। হিসাব সহকারি গ্রেড-২ পদে ২১ জন নিয়োগের লক্ষ্যে টেলিটকের মাধ্যমে আবেদনপত্র গ্রহণ করা	(১) শূন্যপদ পুরণে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থা হতে বিশেষ উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ অতিরিক্ত সচিব (প্রশসন)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	হয়েছে। কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। তাছাড়া কারিগরি-এ, বি, সি (সাধারণ ও ট্রেড) ৮৬টি পদে লোক নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অবশিষ্ট শূন্যপদগুলো বিআরটিসি'র আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনাপূর্বক পদোন্নতি/নিয়োগের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পূরণ করা হবে। **বিআরটিএ:** ৮২৩টি পদের মধ্যে ১২০টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে- ১ম শ্রেণির ৪টি পদ পূরণের ক্ষেত্রে পিএসসি থেকে সুপারিশ পাওয়া গিয়েছে এবং ২য় শ্রেণির ১৮টি পদ পূরণের ক্ষেত্রে পিএসসির সুপারিশ পর্যায়ে রয়েছে। ১ম ও ২য় শ্রেণির ১৬টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ২০টি পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অন্যান্য পদগুলো সরাসরি নিয়োগ ও পদোন্নতির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পূরণ করা হবে। **সওজ অধিদপ্তর:** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯৪৩১ টি পদের মধ্যে ৪৫০৩টি শূন্যপদ রয়েছে তন্মধ্যে-সহকারী প্রকৌশলী (ক্যাডার) এর ৭১ পদ বিসিএসের মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে চাহিদা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পদোন্নতিযোগ্য ১ম শ্রেণির শূন্যপদসমূহ যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম চলমান আছে। ২য় শ্রেণির উপসহকারী প্রকৌশলীর ১৭৫টি শূন্য পদের মধ্যে ৮২টি শূন্য পদ পূরণে চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, মোট পদের ১৫% পদ সংরক্ষন করে অবশিষ্ট পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। ওয়ার্কচার্জড সংস্থাপনে কর্মরত কর্মচারিদের চাকুরী সংক্রান্ত মামলা আদালতে চলমান থাকায় ৩য় ও ৪র্থ ৪০টি শূন্য পদের অন্তর্ভুক্ত সিকিউরিটি অফিসার ও সিকিউরিটি গার্ড পদের ৬৫টি শূন্য পদ ব্যতীত (৪০৯২-৬৫)=৪০২৭টি পদে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছেনা। তবে আদালতে চলমান মামলার রায় প্রাপ্তি সাপেক্ষে উক্ত শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদানের পর অবশিষ্ট শুন্য পদ পূরণের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।		
	ছ. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ছোট গাড়ি নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে পরিচালক (রোড সেফটি)কে সদস্য-সচিব করে ১২(বার) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির ১ম সভা গত ০৩/০৭/২০১৯ তারিখে বিআরটিএ সদর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ছোট গাড়ি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে কমিটির সম্মানিত সদস্যগণকে স্ব স্ব পর্যবেক্ষণ থেকে সুনির্দিষ্ট ৩/৪টি করে সুপারিশ কমিটির সদস্য সচিবের নিকট দাখিল করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে পত্র দেয়া হলে ৩টি প্রতিষ্ঠান যথা- হাইওয়ে পুলিশ, নিরাপদ সড়ক চাই ও সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে সুপারিশ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে গত ০৯/১০/২০১৯ তারিখে দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আরেকটি সভা আহ্বান করে চূড়ান্ত করা হবে।	দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ছোট গাড়ী (ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা, ব্যাটারী চালিত ছোট ছোট যান) নিয়ন্ত্রণে গঠিত কমিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
	সওজ অধিদপ্তর: **নির্দেশনা ২:** মহাসড়কে ফায়ার সার্ভিসে ব্যবহৃত অগ্নি নির্বাপণ যানবাহনের পাশাপাশি রোগী বহনকারি এ্যাম্বুলেন্স টোলের আওতামুক্ত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (টোল অধিশাখা) জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক, ফেরি এবং সেতুসমূহে মুমূর্ষু রোগী বহনকারী সরকারি ও বেসরকারি এ্যাম্বুলেন্সের জন্য টোল মওকুফ সংশ্লেষে অর্থ বিভাগ কর্তৃক শর্ত সাপেক্ষে সম্মতি প্রদান করেছে। শর্তের বিষয়ে তথ্য চেয়ে ০১/১২/২০১৯ তারিখে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছে এবং ১৭/১২/২০২০ তারিখে তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে।	শর্তের বিষয়ে তথ্য/মতামতের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	
	নির্দেশনা ৩: অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহন চলাচলের প্রেক্ষিতে মহাসড়কের অকাল ক্ষয়-ক্ষতি রোধ করে এর স্থায়িত্ব বৃদ্দির জন্য পরিকল্পনাধীন এক্সল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব সম্বলিত প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, এক্সেললোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের নিমিত্ত ডিপিপি একনেক কর্তৃক অনুমোদন হয়েছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন কাজ শুরুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।	এক্সেললোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে ডিপিপি অনুমোদন পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	নির্দেশনা ৪: কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম জোন, চট্টগ্রাম কর্তৃক জানা যায় কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধিকরণ কাজটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক ডিপিপি প্রস্তুত করা হচ্ছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	সেনাবাহিনীর কাছ থেকে ডিপিপি সংগ্রহপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	নির্দেশনা ৫: দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্রগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী জানান, চট্রগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত অর্থ সংস্থানের জন্য ইআরডি'র সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। অর্থ ছাড় পাওয়া মাত্র কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	বর্ণিত মহাসড়ক দু'টিতে অর্থ সংস্থানের জন্য ইআরডি'র সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী সওজ
	নির্দেশনা ৬: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল টোল ব্রিজে এ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী জানান- (ক) এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা আব্যাহত রয়েছে। (খ) যে সকল টোল ব্রিজে এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগপূর্বক দ্রুত সময়ের মধ্যে তা বাস্তবায়ন করা হবে।	(ক) এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) যে সকল টোল সেতুতে এ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি দ্রুত সময়ের মধ্যে চালু করতে হবে।	
	বিআরটিএ: **নির্দেশনা ৭:** রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে ০১/০৭/২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেরারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, ১২টি প্রতিষ্ঠানকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ হতে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোটরযান এনলিষ্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০২টি কোম্পানীর রাইড শেয়ারিং কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	নির্দেশনা ৮: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন দ্রুত বিধি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ) জানান, "সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮" এর আওতায় খসড়া প্রণীতব্য সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০১৯ ৩০/১২/২০১৯ তারিখে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর দাখিল করা হয়েছে। এ বিষয়ে ১৯/০১/২০২০ তারিখে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারিত রয়েছে।	আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং "সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮" এর আওতায় প্রণীতব্য খসড়া বিধিমালা চূড়ান্ত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন
	ডিটিসিএ **নির্দেশনা ৯:** ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার নিমিত্ত কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ সংশোধনের জন্য ২৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রস্তাবিত BUTA আইনের খসড়া শিঘ্রই ডিটিসিএ-তে Presentation আকারে পেশ করেছে। সংশোধিত খসড়া শিঘ্রই পরামর্শক বরাবর প্রেরণ করা হবে।	ডিটিসিএ আইন সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ)

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২১/০৪/২০১৯
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.১৮-১৭ তারিখঃ ০১ মাঘ ১৪২৬
১৫ জানুয়ারি ২০২০

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ০৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (dstraco@rthd.gov.bd) ঠিকানায় আগামী ০২/০২/২০২০ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

(তসলিমা কানিজ নাহিদা)
যুগ্মসচিব
☏৯৫৭৪৫৩৪
E-mail : dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রক্ষণাবেক্ষণ/টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর ঢাকা/প্রধান কার্যালয়/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৫. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৭. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্ল্যানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৮. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, সকল সড়ক বিভাগ, সওজ অধিদপ্তর
২০. সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২১. সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২২. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

D:\Coordination Metting\Forwading.doc